শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি

ধর্ম্মচন্দ্রোদয় নাটক

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সিদ্ধ মহাত্মা ব্রজভূষণ ভাগবৎ পরমহংস

শ্রীশ্রীমৎ মনোহর দাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজ—রচিত।

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮৮, বঙ্গাব্দ ১৩৭৯, খৃষ্টাব্দ ১৯৭৩

ধৰ্ম্মচন্দ্রোদয় নাটক

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সিদ্ধ মহাত্মা ব্রজভূষণ ভাগবৎ পরমহংস

শ্রীশ্রীমৎ মনোহর দাস পণ্ডিত বাবাজী

মহারাজ—রচিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮৮, বঙ্গাব্দ ১৩৮১, খৃষ্টাব্দ ১৯৭৫

প্রকাশক—

শ্রীব্রজানন্দ দাস

গ্রন্থ প্রচারের আনুকূল্যে—০'৫০ নয়া পয়সা

প্রাপ্তিস্থান—

"শ্রীশ্রীমনোহর গ্রন্থাগার"

"মনোহর আশ্রম"

গোবিন্দ কুণ্ড—পোষ্ট গোবর্দ্ধন

জেলা—মথুরা (ইউ. পি.)

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি

নিবেদন

এই গ্রন্থের নামকরণে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ "ধর্ম্মচন্দ্রোদয়" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম শব্দে তিনি কোন্ ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন? উত্তর—চন্দ্রের সঙ্গে উপমা দেওয়াতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—ষোল কলা পূর্ণ চন্দ্রের প্রকাশে যেমন পূর্ণ মাত্রায় অন্ধকার নাশ ও বস্তু প্রকাশ হয়, সেইরূপ যে ধর্ম্মের আচরণে জীবের হৃদয়ের অন্ধকার (অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রীতি ভিন্ন অন্য কামনা) সমূলে নাশ হয় এবং তত্ত্ববস্তুর (জীব স্বরূপের ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের) স্ফূর্ত্তি হয়—তৎ সঙ্গে রসিক শেখর—পরম করুণ—মাধুর্য্য ভগবত্তা—শীল, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ চরণ সেবা লাভে যোগ্যতা প্রাপ্তি হয়—সেই পরম নিবৃত্তিময় প্রেমধর্ম্মকে বা রাগানুগা ভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরমকরুণত্ব গুণ-তাঁর সিদ্ধ ভক্তদের হৃদয়েও সঞ্চারিত হয়। তাঁরা যে ধর্ম্মের আন্তর অনুষ্ঠানে তন্ময়, বিভোর আনন্দমগ্ন থাকেন—বাহ্য আবেশ আসিলে—অনাদি বহির্মুখ, মায়াকবলিত, দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ক্লিষ্ট, জীবের প্রতি করুণা প্রেরিত হইয়া পরম ধর্ম্মের আদর্শ—স্বীয় আচরণ দ্বারে উপদেশ করেন।

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎপরিকরবর্গ প্রচারিত তথা আচরিত পরম নির্ম্মল এই প্রেমধর্ম্ম—কাল প্রভাবে—নানা বিরুদ্ধ—স্বকপোল কল্পিত মতবাদে মলিন হইয়া কলিহত জড়ারামী জীবকে বিভ্রান্ত—বিপথগামী করিতেছে।

বিশুদ্ধা রাগানুগা ভক্তি অনুশীলন পিপাসী সাধক ভক্তগণের ভজনপথে, এই সংক্ষিপ্ত নাটকখানি আলোক বর্ত্তিকা স্বরূপ হইবে আশা করিয়া মুদ্রণে যত্ন করা হইল। ইতি

এই গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যের দায়িত্ব সম্পুর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীল গৌরাঙ্গ দাস মহান্ত মহারাজ। শ্রীশ্রীরাধামদন মোহন জীউর শ্রীচরণে তাঁহার ভজন কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণে অর্থানুকুল্য করিয়াছেন—শুদ্ধাভক্তিনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ শীল, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ঘোষ, শ্রীমান কৃষ্ণদাস ভক্তিতীর্থ, শ্রীমান জগদীশ চন্দ্র কুণ্ডু (বিশেষ মাত্রায়)

শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন জীউর শ্রীচরণে তাঁহাদের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরু-চরণ কমল-চঞ্চরিক
বৈষ্ণব চরণ-রেণু ভিখারী
শ্রীব্রজানন্দ দাস

শ্রীগৌরহরয়ে নমঃ ।

ধর্ম্মচন্দ্রোদয় নাটকঃ

—•—

(সুবেশধারী আদ্য অভিনেতা নান্দী আগমন মস্তকে
জোড়কর ধারণপূর্ব্বক)

নানাশাস্ত্রবিবাদবাদপটলীং কুর্ব্বন্তু কল্পান্তকং,
নানাধর্ম্মতপোব্রতঞ্চগহনে যোগঞ্চ সন্ধ্ধারণং ।
কিন্তু শ্রীলমহাপ্রভোঃ করুণয়া প্রেমৈব সংলভ্যতে,
তচ্চৈতন্যপদারবিন্দযুগলং নংনম্যতাং রে মনঃ ॥১॥

জয় হউক জয় হউক ।

শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূর্ব্বতট শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, অশ্বত্থবটবৃক্ষ-লতাদি শ্রীরাসমণ্ডল শ্রীবৈষ্ণবগণের ভজনকুটিরাদিতে পরম শোভায়মান, এবং নানাদিগ্‌দিগন্তর হতে ভক্তগণের সমাগম এশুভ স্থান শুভ সভাতে, ধর্ম্মচন্দ্রোদয় নাটক অভিনয় করি নিজের এবং ভক্তসকলের মঙ্গলবিধান করাই একমাত্র প্রয়োজন । আহা এই কলিযুগ শূদ্র হলেও ধন্য, এ যুগাধিদেবী শূদ্রাশক্তি ইনিও ধন্যা, ইঁহার সন্তানগণ শূদ্রজাতি ইঁহারাও ধন্য, যেহেতু ইঁহারা

শ্রীবিগ্রহ ব্রাহ্মণাদিকুলের সেবা পরিচর্য্যাদি করি শ্রীহরিভক্তি লাভ করে শ্রীভগবদ্ভক্ত ভাগবতোত্তমতা প্রাপ্ত। সত্যযুগ ব্রাহ্মণ হলেও যুগাংশ নারায়ণ সেব্য, এ কলিযুগে স্বয়ং নারায়ণ শ্রীগোবিন্দ সেব্য। এত বলি প্রেমে গরগর নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌর-কীর্ত্তন॥

কলি ধন্য শ্রীচৈতন্য রে গৌরাঙ্গ অবতার।
এমন দয়াল প্রভু না হইবে আর॥
বিধর্ম্মাদি নষ্ট করি ধর্ম্মের প্রচার।
করিয়া করেন প্রভু জীবের উদ্ধার॥
ইহা জানি ভাগবতে ব্যাসের লিখনা।
কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥
গৌর বিনা হরি হরি কে বলাবে আর।
হরিং বিনা সৃতিং ন তরন্তি কহে বেদসার॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণে।
প্রণমিয়ে নান্দী আমি করিয়ে প্রস্থান॥

(শ্রীবৈষ্ণববেশধারী সূত্রধার প্রবেশ)

যদি গৌর অবতার, না হত কলিতে, কি গতি জীবের হত।
মদ মাংস খেয়ে, যোনিতে রমিয়ে, যোনিতে জনম পেত॥
জন্ম মৃত্যু আদি, ত্রিতাপ দুঃখেতে, সদাই জড়িত রত।
গৌর বিনা আর, কে করিত পার, ধর্ম্মশিক্ষা কেবা দিত॥

ইত্যাদি শ্রীহরিভক্তি সদাচারধর্ম্ম প্রভুর পার্ষদগণ নানা কৌসিল্যভাবে কলিহত জীবের প্রতি উপদেশ। আর সপার্ষদ

মহাপ্রভু সাত-সম্প্রদা চৌদ্দমাদল অতি উচ্চস্বরে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত প্রেমে উন্মত্ত হুহুংকার গর্জ্জনাদি পৃথিবী পরিলুণ্ঠিত উদ্দণ্ড নৃত্য ·

হরি হরয় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় গোবিন্দায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
জয় নারায়ণ জয় নৃসিংহ মুরারি।
জয় কলিযুগ জয় কল্কিরূপধারী ॥
নাচি নাচি গান করে বৈষ্ণব সূত্রধার।
প্রেমে মত্ত ভক্তগণ বহে অশ্রুধার ॥
জয় হরি জয় কৃষ্ণ জয় গোবর্দ্ধন।
জয় দিয়া সূত্রধার করেন গমন।

সূত্রধার প্রস্থান।

১। প্রথম দৃশ্যঃ। ১ ॥

(কৌলিক তীর্য্যকপুণ্ড্র রুদ্রাক্ষমালা গৌরিকবসনধারী গঙ্গাশঙ্কর ও কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

গঙ্গা—অহো একি অকালে প্রলয় উপস্থিত। ইহাদের উচ্চশব্দে লম্ফে ঝম্ফে পৃথিবী পরিকম্পিতা। এ যে কাণে তালি লেগে গেল, পৃথিবীতে স্থির থাকতে পারছি না, শরীর যেন কেঁপে

উঠছে, ভয়ও লাগছে। তাতে ভাই কালীকিঙ্কর মনে হয়, ব্রজে কৃষ্ণ কর্তৃক যে সকল অসুর সংহার হয়েছিল, তারা এ দেশে জন্ম নিয়ে এত প্রচণ্ড উৎপাত আরম্ভ করেছে। আর শুনেছি মরণ-কালে যার হাতে মরে তারই ধাক্কাটী হৃদয়ে আহিত সংস্কারে থাকে, পরজন্মে ঐ সংস্কার জেগে উঠে, যেরূপ শৃগালে কাটিলে শৃগালের মতই ফেউ ফেউ করে, তাতেই এরা অতি ভয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ অতি উচ্চে বল্‌ছে আর কাঁদ্‌ছে। নচেৎ আমাদের গোপাল চাপাল জগাই মাধাই পাঠান কাজি আদি ইহাদের দমন করতে যেয়েও সফলকার্য্য হতে পারছে না। অসুরের কাছে কি মনুষ্যের বল চলে ?

কালী—হা ভাই গঙ্গাশঙ্কর ! আমারও একটী শঙ্কা, মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে নিহত করেছিলেন বটে কিন্তু তার তেজ চারটী নিহত হয় নাই। সে ক্রোধে শিবধর্ম্ম, শিবশক্তিধর্ম্ম এবং শিবশক্তি ভক্ত, আমাদের উচ্ছেদ করবার জন্যই এ উদ্যম, মানস আদ্য তেজে গৌরাঙ্গ, বাচিক তেজে নিত্যানন্দ, আর কায়িক তেজে অদ্বৈত। আর একটী অভেদ্যপুর তেজে শ্রীবাস পুরাঙ্গন, এই শ্রীবাস অঙ্গনেই ইহাদের যতকিছু লীলা-খেলা, আমাদের গোপাল-চাপালাদি তাদের ভণ্ড ধর্ম্মাদি নষ্ট এবং তাদের দমন করিতে অতি উদ্যম প্রকাশ করিলেও তাদের ঐ পুরাঙ্গন প্রভাবে কৃতকার্য্য হতে পারে নাই। কেবল পুরাঙ্গনের বাহিরে মদ্যমাংসাদি দিয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজাদি করেছিল। যাহা হউক দেখা যাউক কি হয়।

গঙ্গা—ভাই কালী আর একটী বিষম কথা শুনলাম, ইহাদের যাদুমন্ত্র দ্বারা কাজি নাকি মহা ভয় পেয়ে পশুহিংসা মাংস আহারাদি পরিত্যাগ করি শুদ্ধ আহার, এবং মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম মধ্যে গৌর গৌর করি কাঁদিতে থাকে। আরও 'অনেক পাঠান এরূপ হয়ে গেছে। ভাই কালী কেবল মুছলমান নহে আমি বেড়াতে বেড়াতে নবদ্বীপের দিকে গিয়াছিলাম শুনলাম ও দেখিলামও সে জগাই মাধাই আদি আমাদের আর নাই ; এক্ষণ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, তুলসীকণ্ঠী, তিলক, তুলসীসেবা আতপ চাউল কাঁচাকলা সিদ্ধ ভোগ দিয়া একবার ভোজন, শ্রীহরি নামাদি জপ কীর্ত্তন, মধ্যে মধ্যে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ নামও করে। এইরূপ চাপালাদি প্রায় সকলেই হয়েছে। আমি আড়ালে থাকি দেখিলাম তিন চারিটী ছাগল চরিতেছে, জগাই চারিটী ঘাস লয়ে ঐ ছাগলকে দিয়ে হাতজোড় করি ছাগলের নিকট প্রার্থনা করছে, ভাই পাঁঠা তুমিও জীব আমিও জীব আমার একটু কাঁটা লাগলে আহা উহু করি কত দুঃখ পাই, সেই তোমাদিগকে চণ্ডীর কাছে ছেদন করিয়াছি, আহা কতই দুঃখ তোমাদিগকে দিয়াছি আমি অধম দুরাচারী আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবে। আর ফলের ডালা মাথায় করি মালিনী সকল যাইতেছে, মাধাই হাত জোর করি, অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি দুরাচার পাপী তোমাদিগকে মারপীঠ করি ফলাদি কাড়িয়া খেয়েছি। মালিনী—বাবা আমাদের পরম ভাগ্য তোমরা হরিপরায়ণ হয়েছ, তোমাদিগকে আমরা কি দিতে পারি, তোমাদের কোন দোষ নাই, শ্রীহরি তোমাদের

মঙ্গল করিবেন। আমরাও যেন শ্রীগৌর ভজন করিতে পারি আশীর্ব্বাদ করিবেন। ভাই! এইরূপ শ্রীগৌরভজন কীর্ত্তনে জগৎ ভরে গেছে॥

(অভিনেতা শ্রীগৌরভক্ত নগেন লাহিড়ী সভাতে প্রবেশ)

নগেন—আপনারা দুইজন পরস্পর কি কথা বলছেন, বোধ হয় আপনারা কৌলিক? কৌলিকগণ—হাঁ মহাশয়।

নগেন—শ্রুত আছি আপনারা মদ্য মাংসাদি স্ত্রীরজঃ পীঠ ধৌত জল অর্থাৎ স্ত্রীগোপ্য অঙ্গ ধৌত জলাদি সেবন করেন। কৌলিকগণ—হাঁ মহাশয় এক্ষণ আমাদের ভগ্ন দশা, বিশেষ আপনাদের শুদ্ধাচার শুদ্ধ ভজনাদি দর্শন করি আমাদেরও সাধনা আর ভাল লাগ্‌ছে না। এজন্য প্রকাশ করিয়া বলি, ঐ দ্রব্যাদি ক্রীং হুঁ ফট্ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করি সেবন করিলে শরীরে শক্তি-বৃদ্ধি সিদ্ধতাও লাভ করিতে পারা যায়। আরও তন্ত্রে বিধি মন্ত্রাদি অনেক আছে; ঝটিতিই সিদ্ধ হয়।

নগেন—হাঁ উত্তমৈঃ পরিত্যক্তং যৎ অধমৈস্তৎ প্রগৃহ্যতে। উত্তম সাধনে যে সকল পরিত্যজ্য হয় অধম সাধনে তাহা শীঘ্রই লাভ হয়। তোমরা ত মনুষ্য, বোধ নাই এ সকল ঘৃণিত দ্রব্য ভূতপিশাচাদির ভক্ষ্য, সিদ্ধ হলে ভূতপিশাচই হবে। আচ্ছা তোমাদের এ উপাসনা মত কোথা হতে কি প্রকারে এল জান? কৌলিকগণ—না মশায় আপনি বলুন। নগেন—শ্রবণ কর, যে

কালে নারায়ণী শ্রীদুর্গাদেবী রক্তবীজ অসুরকে বধ করেন, তার রক্তফোঁটা পৃথিবীতে পরলে পুনঃ রক্তবীজ হয়ে যুদ্ধ করে, তাতে দেবী শ্রান্তা হয়ে, বিষ্ণুপরায়ণী মহাকালীকে আহ্বান করেন, দেবী আসিলে দুর্গা বলেন শূন্যে রক্তপান না করিলে এ মরিবেক না, দেবী কালী বলেন আমি বৈষ্ণবী কদাপি রক্তস্পর্শও করিব না তবে আমা হতে ঘোরতমা রক্তাশিনী তামসীশক্তি প্রকট করি দিচ্ছি, এ রক্তপানে অসুর সংহার হলে এ অতি ভয়ঙ্করী হবে, তদা মহাদেব দ্বারা ইহাকে শান্তি রাখতে হবে, রক্তপানে অসুর সংহার, শ্রীদুর্গা মহাদেবকে আহ্বান, মহাদেব বলেন আমি বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পরম বৈষ্ণব, কদাপি রক্তাশনা মুণ্ডমালিনীকে গ্রহণ করতে পারব না, তবে জগৎ এবং ইহাকে রক্ষার্থে আমা হতে কাপালিক শিব প্রকট করি দিচ্ছি এ ইহাকে ভোগরক্ষাদি করিবে,এ শিব নিকট বলিদানও হবে, এ কাপালিক শিবকালী হতে উগ্র ভৈরব শাকিনী ডাকিনী আদিও প্রকট হবে, কিন্তু এরা ঘোর তামসিক ; ধর্ম্মাদি সকল সংহার করবে. আর পাপজ সুখে জীবকে উন্মত্ত করবে, তাতে পরদারা ব্রাহ্মণী আদিকে মন্দাকিনী গঙ্গা হতেও অধিক মানি চণ্ডালিনী রজকিনীও গঙ্গা সরস্বতী তুল্য পবিত্র করি মেনে, পাপজ সুখ ভোগ করবে ও করাবে। তদা শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণ করি ধর্ম্মাদি স্থাপন পালনাদি করি জীবকে সদ্গতি প্রদান করবেন্। আর তামসিক তন্ত্রাদি শাস্ত্রও করবে, ঐ তন্ত্রে বামাচার ও দক্ষিণাচার দুইটী আচার থাকবে, বামাচারে বীরাচার, কুলাচার, পশ্বাচার। দক্ষিণাচারে শুদ্ধাচার বৈষ্ণবাচার বিস্তার-রূপে থাকবে। আমি সংক্ষেপে কিছু কহি শ্রবণ কর।

বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে। কুলাচারং বিনা দেবী কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে। মদন মাদন, শোষণ, মোহন, স্তম্ভন এই পঞ্চবান ক্রিয়া দ্বারা জড়বীর্য্য রুদ্ধ করতে পারলে বীর সাধন সিদ্ধ হয়, কিন্তু পঞ্চমকার মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন এই পঞ্চকুলাচার বিনা বীরাচার সিদ্ধ হয় না। বেদাদি শাস্ত্রে এ সকল নিষিদ্ধ, তাতে বলে এরা বেশ্যাতুল্যা, ইহাদের বাক্যের ঠিক নাই, একবার করতে বলে পুনঃ তাকে নিষিদ্ধ করে, বেশ্যার যেরূপ পতির ঠিক নাই। তবে আরও শুনুন, শাস্ত্র প্রথম অল্প সাধন দেন সেটী সিদ্ধ হলে উচ্চ সাধন দেন। জীব পতঙ্গ পরদারা অগ্নি, মদ্যে ধর্ম্ম নষ্ট ও হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট, মাংসে দেহ মনাদি সদাই অশুচি। দেখ পশু পক্ষী মনুষ্য দেবতা আহার গুণেই উত্তমতা। যতো যতো যোগাঙ্গেন উর্দ্ধং প্ররোহতে জনঃ। তত-স্ততঃ খাদ্যশুদ্ধিং অসঙ্গং উপজায়তে। কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি সাধন দ্বারা জীব যত উচ্চে উঠে ততই খাদ্যশুদ্ধি, ঋষিগণ পবন আহার গলিত পত্র আহার ফলমূল আহার এবং জড়ীয় সর্ব্ব-প্রকার ভোগে বিরক্ত হয়ে বিজন বনে প্রবেশ করে সাধনাদি করি পরম পদ লাভ করতেন। অতএব শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহারাদি জীবের অবশ্য করণীয়।

গঙ্গা ও কালীকিঙ্কর—আপনার কৃপা উপদেশ আমাদের সর্ব্বপ্রকার সংশয় দূর হইল তত্ত্বও জানিলাম। এক্ষণ আমাদের যাতে উত্তম গতি হয় তাহা করুন্। শ্রীনগেন—আচ্ছা জীবের কল্যাণ। (সদাচারাদি শিক্ষা দিয়া বৈষ্ণবী দীক্ষা তাহারা গৃহে ভজনাদি করুন সকলের প্রস্থান।

॥ ২ ॥ দ্বিতীয় দৃশ্যঃ ॥ ২ ॥

(সহজভজনপরায়ণ একটি গৃহীভক্ত ও একমূর্ত্তি বৈষ্ণব প্রবেশ।
পরস্পর গোপনে কথোপকথন ; শাস্ত্রবিৎ বৈষ্ণব প্রবেশ)

শাস্ত্রবিৎ—কি ? তোমরা দুইজন পরস্পর কি কথা বলছ। বুঝি শক্তি-উপাসনা বামাচারী মত, গৌরকৃষ্ণ ভজন মধ্যেও প্রবেশ করেছে ? করবে না কেন ? যাহারা আত্মহারা হয়ে জড় দেহে আত্মবুদ্ধি তাহারা যেখানেই থাকুক জড়ীয় অনাত্ম দেহসুখই অন্বেষণ করে ও নিমগ্ন থাকে, পুন যদি কোন শাস্ত্রে বা সাধন আচরণে ঐ সুখ পাওয়া যায় তবে আর আনন্দের সীমা থাকে না। বামাচারীদের সঙ্গ সংসর্গেই বৈষ্ণবদেরও ঘটেছে তাতে এরা ধর্ম্মপালক বিষ্ণুভক্ত নহে ধর্মসংহারক তামসিক শক্তিভক্তই। দেখা যাউক কি তোমরা বামাচারী মতের মদ্য মাংস আদি সর্ব্বাংশ গ্রহণ করি এমত গ্রহণ করেছ ? নাকি অহংগ্রহ উপাসনা শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত জহৎ অজহৎ ভাগ লক্ষণা দ্বারা উপহিত জীব চৈতন্যের জড়াংশ ত্যাগ করি কুটস্থ চৈতন্যকে অনুপহিতলক্ষ্য ব্রহ্মচৈতন্যে তাদাত্ম্য করি ব্রহ্মরসে নিমগ্নের ন্যায়। বোধ হয় বামাচারে কুলাচার অংশ ত্যাগ করি দক্ষিণাচারের বৈষ্ণবাচারই গ্রহণ করি এ কদর্য্য কামিনী যোনিরসে নিমগ্ন, জাননা চিন্ময় ভাগবত রস, জড়ীয় মায়িক রস অত্যন্ত বিরুদ্ধ, মাতৃ যোনিমাত্র ত্যজ্য করি সর্ব্ব যোনিতে গমন এটী পাপজ সুখ, অজড় আত্মভক্তিসুখে পুণ্যজ স্বর্গাদি সুখ ত্যজ্য ও হেয়। ভাগবত

রসে ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্মুখ করি উৰ্দ্ধ প্রদেশে যেতে হবে। আর মায়িক জড়রসে ইন্দ্রিয় সকল অধঃমুখ করি অধঃপ্রদেশে যেতে হবে। বল দেখি অধোমুখ একবারে পরিত্যাগ না করি উর্দ্ধে কি প্রকারে যেতে পারে? সে জড়রস মধ্যে স্ত্রীরস অত্যন্ত প্রবল। ন তথা স্যাৎ ভবেৎ মোহঃ বন্ধঃ চান্য প্রসঙ্গতঃ। যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংস, তথা তৎ সঙ্গিসঙ্গতঃ॥ স্ত্রীরসে আসক্ত চিত্ত যেরূপ খারাপ হয় অন্য রসে তদ্রূপ হয় না। দেবী পৃথিবী বলেন। ন ভারাঃ পর্ব্বতভারাঃ ন ভারা সপ্তসাগরা। স্ত্রীবশাঃ পুরুষভারাঃ ভারা বিশ্বাসঘাতকাঃ। জীবের সৎসঙ্গ বিহীনে পরিণামে মহৎ দুঃখ এ জড় ভোগ সকল।

ললিত রাগে গীত।

জীব সাজ সমরে, মায়া সৈন্য আসি তোমায় ফেলিল ঘেরে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, তি সাদ্বেষ অস্ত্র সহ,
গর্ব্ব অভিমান করি, শব্দ ভয়ঙ্করে।
শান্তি ধৈর্য্য তপঃ জ্ঞান, দয়া ধর্ম্ম স্মৃতি ধ্যান,
আত্মহিতকারী সব কুদমিত করে॥
কহে মনোহর মন, মায়িক ভোগে সৈন্যগণ,
প্রবল হয়ে যুদ্ধে সাজে প্রবল তরে॥
ভোগ ত্যাগ করি মন, কর হরি আরাধন,
ক্ষীণ হয়ে যাবে সৈন্য পলায়ন করে॥ ১॥

তারা দুইজন—বাবাজি মহারাজ! আপনার উপদেশ গান শ্রবণে খুব বোধ পেলাম। তারা বলে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর প্রেম হলেই সেই তার পতি বা দারা, যেখানে ভালবাসা নাই সেই-খানেই পরদারা। বাবাজী—হাঁ তোমাদের কথা শুনিলাম এ অন্নযোনিবিচারশূন্য মঘ কলিঙ্গ দেশ নহে, এ ভারত পুণ্যভূমি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ধর্মসকল বেদপুরাণাদি শাস্ত্র বিধানে চলিতেছে, ধর্মপালক লোকাদিও অনেক আছে, এ পাপের দণ্ড ইহলোকে এবং পরলোকে অবশ্য ভোক্তব্য, পরদারা পরধনাদি হরণ পাপ কেনা জানে। এই জড়দেহে জড়রতি, পুন একটী জড়ীয় স্ত্রীধরি জড় ক্রীড়া করি জড় সুখভোগ, এই পাপজ জড় ভোগ সুখে একটী জড়ীয় সূক্ষ্ম সংস্কার উৎপন্ন, ঐ সংস্কারে জীব বদ্ধ হয়ে মনুষ্য পশু পক্ষী নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করি ঐ যোনিসুখই গলবদ্ধ হয়ে ভোগ করতে হবে, তজ্জন্য আবার সাধন কি। যতদিন পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ লাভ সদ্ভক্তি আচরণ না হবে ততদিন পর্য্যন্ত জন্ম-জন্মান্তরে ত্রিতাপে পরি ঐ সুখ ভোগই চলিতে থাকিবে, সংসার হতে মুক্তির উপায় আর অন্য পাবে না। শুদ্ধ ভজনে জড়দেহে আবেশ পর্য্যন্ত থাক্‌বে না।

বাউলিনী রাগিণীতে গীত।

আমি কারে দোষ দিব আপন দোষে ডুবল তরী।
আমি ভব নদী দিতেছিলাম পাড়ি॥
আমি নিজ কর্মে দুঃখ না হেরি অন্তরে।

বৃথা পরহিংসা পরনিন্দা করি ।।
আমি জড় বেশ ছাড়ি না ভজিনু হরি ।
এখন জড়াবেশে জড়ে রলেম পড়ি ।।
কহে ভিক্ষুবর, মনের কুটী নাটী ছার ।
অগাধ জলে পদে যাবে চলি ।।

গান শুনে গৃহীভক্ত ও বৈষ্ণব—বাবাজী মহারাজ ! আপনার কৃপা উপদেশে নিশ্চয়ই জানতে পেলাম এই সহজ ভজনে কেবল জড়ীয় কদর্য্য তুচ্ছ সুখই তাৎপর্য্য, ইহাতে পরমার্থের লেশও নাই। অত্যন্ত দুঃখ হতে নিবৃত্তি এবং অত্যন্ত সুখ প্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ ভজনই একমাত্র অবলম্বনীয়।

শাস্ত্রবিৎ বৈষ্ণব—আর কি এই শুদ্ধ ভজনেই ভগবৎ প্রীতি আনুসঙ্গে সঞ্চিত সকল কর্মও উচ্ছেদ প্রাপ্ত।

সোহাগিনী রাগিণীতে গীত।

জীব হরি ভজনা হরি ভজনারে জীব হরি ভজনা ।
এ মর জগতে মরি মরি কেনে পাও যাতনা ।
সহাসনে সাবরণে, পূজ হরি প্রীত মনে ।
হরিধাম হরিলীলা স্মরণ করনা ।।
হরি ভজে সিদ্ধ হলে, দিব্য দেহ যাবে মিলে ।
জন্ম মৃত্যু ত্রিতাপ জ্বালা তোমায় ছোঁবে না ।।
শ্রীমনোহর বলে, ভজ দিন যায় বিফলে,
মনুষ্য দুর্লভ জনম বৃথা দিওনা ।।

শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের সভাসদ্ বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ—জীব কাঁচমূল্যে চিন্তামণি বিক্রয়ের মত তুচ্ছ সুখে অখণ্ড পরমার্থ সুখকে হারাচ্ছে।

গৃহীভক্ত ও বৈষ্ণব—বাবাজী মহারাজ—আর একটী সন্দেহ ছান্দোগ্য উপনিষদে, কাঞ্চন ন পরিহরেৎ তৎব্রতং। ইহার ব্যাখ্যাতে শুনা যায় কোন পরদারা ইচ্ছা করলে তাকে ত্যাগ করবে না এইটী ধর্ম।

শাস্ত্রবিৎ বৈষ্ণব—দেখ ছয়টী দর্শনশাস্ত্র, জড় এবং জড়ীয় ধর্ম যাহা কিছু দুঃখাদি পরিত্যাগ করি নিত্য পরমার্থ সুখকেই দেখাইয়াছেন। এই সুখকে দেখাইয়াছেন বলেই দর্শন শাস্ত্র বলে। তিনি কখনই পাপজ জড়ীয় সুখে প্রবর্ত্তিত করাইতে জীবকে পারেনা, তবে ব্যাখ্যাকর্ত্তা পণ্ডিত সরাগী নিরাগী অনেক আছেন, সরাগী পরদারা ব্যাখ্যা করতে পারে। নিরাগী কদাচই করিতে পারিবেক না স্বদারাই ব্যাখ্যা করিবেন, মূলগ্রন্থ স্বদারাই জানিবে।

তারা দুইজন—বাবাজী মহারাজ! আর একটী সন্দেহ, এই সহজ মতে ইহাদের মধ্যে যিনি পঞ্চবাণের ক্রীড়াদি উপদেশ দিতে পারেন, স্ত্রী-পুরুষ সকল তাঁকে গুরু করি মেনে, দাসী দাস রূপে অনুগত এবং গুরুকৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। প্রমাণ দিয়ে তাঁকে কৃষ্ণ করি মানে আর ঐ গুরু যে প্রকৃতিকে অর্থাৎ পরস্ত্রীকে আশ্রয় করেছেন তাঁকে রাধা করি মানে তাহারাও আপনাকে কৃষ্ণ ও রাধা অভিমান করি সম্ভোগাদি কার্য্য করে। এইরূপ

ইহাদের মধ্যে যে একটু বলতে কইতে পারে সেই রাধাকৃষ্ণ বনে। আর সব অনুগত দাসদাসী অন্তরঙ্গ সখা-সখী মঞ্জরী হয়ে সেবা এবং ইচ্ছামত লীলা রঙ্গরসাদিও করে।

শাস্ত্রবিৎ বৈষ্ণব—আহা ধন্য ইহাদের লীলা খেলা জড়ীয় অহংগ্রহ উপাসনা। লোহার ঘুর্ণি করে গুটির সুতাতে আকাশে উড়াতে চায়। অষ্টাঙ্গ যোগিগণ জড়দেহকে পৃথক করি ফেলে শুদ্ধ আত্মা চৈতন্যকে পরমাত্মা চৈতন্যে শুদ্ধ অহংগ্রহ উপাসনা দ্বারা তাদাত্ম্য অর্থাৎ স্ব শূন্য একীভূত নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পরমাত্ম সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। এরা জড় ক্রীড়া করি জড়দেহ-কেই রাধাকৃষ্ণ করে ফেলল এরূপ জড়দেহ রাধাকৃষ্ণ ত জগতে অনেকই আছে। এই কদর্য্য সুখের প্রামাণ্য করবার জন্য আবার মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদগণও প্রকৃতি আশ্রয় করি এই কদর্য্য যোনিসুখ জগতেও কৃপা করি দেখায়ে গেছেন। কদর্য্যানাং কিং অকার্য্যং কদর্য্য আচরণ কদর্য্যসেবী জীব কিনা বল্‌তে কইতে পারে।

গৃহীভক্ত ও বৈষ্ণব--আপনার উপদেশে কৃতযত্ন হয়ে শ্রীমহা-প্রভুর ধর্মে প্রবর্ত্তিত হইলাম ইতি।

॥ ৩ ॥ তৃতীয় দৃশ্যঃ ॥ ৩ ॥

(শ্রীহরিনামের ঝুলি হস্তে বৈষ্ণবী সঙ্গে এক মূর্ত্তি বৈষ্ণব নাট্য-সভাতে প্রবেশ। পরে কৃষ্ণভক্ত বিধুভূষণের প্রবেশ, পরস্পর দেখা।)

বিধু—কি বাবাজী মশায় এটী কি আপনার সেবাদাসী ?

বাবাজী—হাঁ বাবা।

বিধু—(ঈষৎ রোষান্বিত)

অড়না রাগেতে গীত।

কেনে এ বৈষ্ণব ঠাকুর সংসার তেজে সং সাজিলি
অকলঙ্ক কৃষ্ণনামে কেনে রে কলঙ্ক দিলি ॥
ভিক্ষার লোভে হরি বল গৃহীর ঘরে ডোল,
লাভমাত্রে কথা বল, হাতে হরিনামের ঝুলি ॥
বিধবা বৈষ্ণবী পেয়ে পুনঃ সংসার সাজাইয়ে।
রাস্তাসি বৈরাগী হয়ে একুল ওকুল তুই হারিলি।

বাবাজী—কেনে রে এমন কবি অবিচারে মোয় নিন্দিলি।
গৃহীকুল হারাইয়ে বৈরাগীকুলে এলাম চলি।
ভোগাকুল গৃহে পরি জন্মে জন্মে ভোগ করি।
ভোগে তৃষ্ণা গেল বাড়ি, ক্রিয়া ধর্ম গেল চলি ॥
ধর্মে অর্থ কাম নাই, ভোগে তৃষ্ণা ভোগ্য নাই।
কষ্টের উপর কষ্ট পাই ভিক্ষাশ্রমে এলাম চলি ॥
ভিক্ষা করি উদর ভরি, সকল তৃষ্ণা পূর্ণ করি।
মুখে হরি হরি বলি, বিপদে ভরসা হরি ॥
ভিক্ষাশ্রম দুগ্ধসিন্ধু, রত্নসুধা বিষবিন্দু।
যার যেই ভাগ্য লভ্য, দাতা শ্রীমোহিনী হরি।
কহে ভিক্ষু দীনমতি, নাহি নিন্দা নাহি স্তুতি।
উপদিশ স্ব স্ব রীতি, উপরে আছে দণ্ডধারী ॥

বাবা ভক্ত! আমি বৈরাগী হয়ে গৃহীকুল নষ্ট করি নাই, গৃহীধর্ম নষ্ট করেই বড় দুঃখে বৈরাগী হয়েছি কি করি?

(পুনঃ শাস্ত্রবিৎ বৈষ্ণব প্রবেশ)

শাস্ত্রবিৎ—বিধু! বাবাজী সত্য বলিতেছে। আমাদের এ ভারতবর্ষ কর্মভূমি, কর্ম ধর্মের প্রতিই সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের নির্ভর, কর্ম ধর্ম আচরণ না করলে বর্ণ আশ্রম সকলই পতিত হয়ে দুঃখে পরিণত হয়। অন্য অন্য ভোগ্য ও উপভোগ্যভূমি নদীমাতৃকাদি আছে। নদী আদির দ্বারাই সমস্ত কার্য্য করে আসুরিক সম্পদে অতি প্রবল। ভারত দেবমাতৃক দেবতা কর্ত্তৃকই প্রতিপালিত। প্রজাপতি ব্রহ্মা, যজ্ঞাদি কর্মের সঙ্গেই এ মনুষ্যদিগকে সৃজন করেছেন; যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে যদি কর্মাদি না করে, তবে গৃহস্থ সকল তাঁদের কর্ত্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যাদি খেয়ে চোর তুল্য হয়ে দণ্ডভাগ্ ও অসারহৃদয় হয়ে অতীব দুঃখে পশুবৎ পতিত হয়। পশুর হৃদয় খুঁজিলে যেরূপ আহার নিদ্রা, ভয় মৈথুনাদি সংস্কার ভিন্ন অন্য কোনই ধর্মাদি সংস্কার পাওয়া যায় না, ধর্মহীন মনুষ্যেরও সেইরূপ। বরং পশুদ্বারা জগতের অনেক কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু এ নর পশু দ্বারা কোন কার্য্য পাওয়া যায় না। আরও জগৎকে নষ্ট করে, যে হেতু ধর্ম্মহীন ব্যক্তির কোন ক্ষমতা শক্তি হৃদয়ে থাকে না, শক্তিহীন কি করতে পারে? পুনঃ দেব-ঋষিপিতৃ-ভূত-আপ্ত পঞ্চঋণে কুণ্ডলী পেশনাদি পঞ্চশুনা

পাপে গ্রস্ত হয়ে পশুযোনিতেই যেতে পারে। পশুহীনো ভবেৎ যজ্ঞঃ কালৌ পুরোডাশাদিভিঃ। যবের চূর্ণ গো-দুগ্ধ ঘৃত ছানাদি সহ পাকে পুরোডাশ, অথবা গো ঘৃত, তিলে বা গো-ঘৃত মধু আদি দিয়া, অগ্নি আদি সকল মুখ্য দেবতা এবং শ্রীহরি লক্ষ্মী আদি উদ্দেশে হবনাদি করিলে গৃহস্থ দারিদ্রদোষে হৃদয় কলুষিত ও পতিত হয় না, পুণ্য ধর্ম্ম সংস্কারে স্বর্গাদি সুখভোগে অধিকার জন্মে। গৃহী ক্রিয়া ত্যাগ করিলেই দুঃখে পতিত হয়, এসমস্ত ধর্ম্মকার্য্য না করি গৃহী কেবল সুখভোগে ধাবিত হয়, তাতে পূর্ব্বজন্মের যাহা কিছু পুণ্য সংস্কার হৃদয়ে থাকে ভোগে তাহাও নষ্ট হয়। পশুর ন্যায় দারিদ্র দোষে পড়ে কোথায় কি পাব কে দেবে এরূপ নানা চিন্তায় পরি, অনুপায় ভিক্ষাশ্রমাদিতে প্রবেশ করে, তাতে কহি একি মায়ার প্রভাব।

দাদরা রাগীণীতে গীত।

মায়া এ ছিলম্বিনার। চন্দ্র সুর্য্য নেত্র মায়ার
নব মেঘাম্বর, সত্যলোক মস্তক মায়ার পাতাল পাদতল।
দশদিক্ নিতম্ব মায়ার, জঘন আকাশ,
সুমেরু কুমেরু কুচ, কটাক্ষ মহাকাল॥
চৈতন্যাংশ জীব পাই আপন অন্তর
কামভোগে মোহে মায়া স্নেহে নিরন্তর॥
অঘটঘটনাকারী কামরূপাকার,
কাম ভোগে মোহে মায়া কহে মনোহর॥

গৃহী শ্রীহরিভক্তি অবলম্বন করিলেও কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাগ হয় না, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে শ্রীহরিতে অর্পণ ও শ্রীহরিপ্রসাদ পরলোকগত পিত্রাদিকে দিয়া শ্রীহরি ভজন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিবে।

টৌরী রাগিণীতে গীত।

হরি বলে বলে চল ভবনদীর কূলে।
হরিনামে সর্ব্বশক্তি, মায়াবন্ধ করে রিক্তি,
উপজয়ে প্রীতিভক্তি তোমায় লবে পারে তুলে॥
পারে স্বপ্রকাশ ধাম, কল্পবৃক্ষ অভিরাম,
তাহে পাকিয়াছে প্রেমফল, তুমি খাবে তুলে তুলে॥
সে ধামের রাজা রাণী, শ্যামসুন্দর রাধারাণী,
অভযদান পেয়েছে প্রাণী, তুমি বেড়াবে ফুলে ফুলে॥
কহে শ্রীমনোহর মনে, বিলম্ব না কর ক্ষণে,
মায়াবন্ধ বড় বিষম, তোমায় ফাঁসী দেবে গলে॥

বিধু—হাঁ বাবাজী মহারাজ! দুর্দ্দান্তমায়া জীবকে সদা জড় ভোগে বিমোহ করতেই থাকে।

বাবাজী—হাঁ কিন্তু ভগবান্ আবার উন্মুখ করেন।

আলয়া রাগিণীতে গীত।

আমায় হরি কর পার,
এ ভব দুস্তর নদী হরি আমি না জানি সাঁতার।

তুমি ভবের কাণ্ডারী তব শ্রীচরণ-তরী,
তরাতে এ ভববারি, কর অবতার।
পড়ি এ ভবের কুলে, কামাদি জন্তুসঙ্কুলে, ভয়ে যে কাঁপে অন্তর,
কাতরে ডাকে শ্রীমনোহর।

শ্রীগৌরহরি পরম দয়াময় নিজে অবতারকারী, আর আর কতরূপে জীবকে চৈতন্য করেছেন তথাপি জীব অজ্ঞান মায়া নিদ্রা ত্যাগ করি উঠ্‌ছেনা।

ইমনী রাগিণীতে গীত।

জীব তুমি কি করিলি, আপন স্বরূপ ভুলে গেলি,
জড় দেহকে আপন করি তার মরণে তুই মরিলি।
যার চেতনে দেহ চেতন যার জ্ঞানেতে দেহে জ্ঞান
যার সুখেতে দেহ সুখী সেই সুখ আত্মা ভুলে রলি।।
অমৃত ছাড়ি বিষ খাইলি, দুঃখের ডালা মাথায় নিলি,
ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মলি তভু হৃদে জ্ঞান না ধরিলি।
শ্রীমনোহর মনে বলে, মায়া তোমায় ভুলাইলে
মায়াদমন শ্রীহরিপদ হৃদয়েতে লহ তুলি।।

এ দুস্তর মায়া হতে উত্তীর্ণ হতে এক শ্রীগৌরগোবিন্দ ভজনই প্রবল, কিন্তু জীবের এত ক্ষুদ্র হৃদয় একটু ভজনে প্রবেশ হলেই অভিমান লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদির প্রতি ধাবিত হয়।

নট-ভৈরবীতে গীত।

এ পাকাকলা নয় রে মন ঢেঁকি গেলা,
শ্রীগৌর গোবিন্দে প্রীতি মেলা।
পরম রসিক দেবতা, রসিকা রাধিকা, চিন্ময় রসে মেখেছে লীলা ॥
কোন তর্কে নাহি পায়, যেই ভাব যারে ভায়,
ভাবরসে হয়ে যায় যে ভোলা।
এ নয় ঢাকা দিল্লী, কুমিল্লা নয়া পল্লী, এত গগনে চলা।
এ নয় নদী নালা, খাল খাগ্ড়া, পারে যেতে হবে অতল তলা।
ভিক্ষু দীনহীন কয়, কোন অভিমানে নয়,
ভাব হতে হবে দীন দয়ালা ॥

আর দেখ মহা অনর্থকারী জীবের হৃদয়ের যে কাম, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভোগ ইচ্ছা, মান্য জন্যাদি ইচ্ছা এই ইচ্ছা প্রবল হলে নিজের কর্ম্মে যে নাই তার প্রতি দৃষ্টি না হয়ে অন্যের হল আমার হলনা, যার হল তার প্রতি মৎসরতা, অর্থাৎ তার কার্য্যের প্রতি হিংসা, হচ্ছে না বলেও চিত্তের মহা অশান্তি নানাদি সংশয় চিত্তেও উপস্থিত। তাতে মনে কয়ে বুঝি অমুক আমার বিঘ্ন করিতেছে, তাতে ছলতা খলতা কৌটিল্যতা নানা দুঃখাদি এমন কি মহৎ অপরাধাদি হয়ে জীবকে অসার করে ফেলে, এই মিছা আশা তৃষ্ণা হৃদয় হতে ত্যাগ করিলেই পরম শান্তি সুখে থাকে এবং ধর্ম্ম ও আচরণে যোগ্যতা লাভ করে।

জঙ্গলা রাগিণীতে গীত।

মন তুমি আবাদ কর না।
মানব দেহ রইল পতিত আবাদে সুফল তোলনা ॥
গুরুদত্ত বীজ রোপিয়ে, শ্রবণাদি জল সিঞ্চিয়ে,
ভক্তিলতা উপজিয়ে, প্রেমফলে দুঃখ কাটনা।
আবাদ বিনা পতিত রলে, কাল-রাজা লবে দখলে,
ত্রিতাপ জ্বালায় যাবে জ্বলে জেনে কি মন তাই জান না ॥
সদাচারে ছাপ রাখিবে, সুহিত সাধনে রক্ষা দিবে,
নিন্দা হিংসা করি যেন পাকা খেতে মই দিওনা ॥
ক্ষেত্রজ্ঞ খেতের রাজা, প্রীতি করি কর পূজা,
দুঃখ যাবে সুখ পাবে, কহে এ দীন ভিক্ষু জনা।
নির্ম্মৎসর সৎসঙ্গই জীবের পরম কল্যাণের উপায়।

পূরবী রাগিণীতে গীত।

কেনে মন তুই ভঙ্গ দিলি সাধুসঙ্গ হরিকথা।
কার কথা তুই শুনিলি, তুই বা কি বিচার করিলি,
পরম তত্ত্ব হারাইলি, যে তোর সুখের দাতা।
দৈবাসুর দ্বিধা সৃষ্ট, দ্বিধা ধর্ম্ম দ্বিধা ইষ্ট,
দৈবী সম্পদ্ ভুলে কেনে আসুরেতে দিলি মাথা।
সাধুসঙ্গ যে করিল, কৃষ্ণকথা যে শুনিল,
সে পরমপদ পাইল, জন্ম মৃত্যু নাহি যথা ॥

কহে মনোহর মনে, সাধু কৃষ্ণকথা বিনে,
কত ধনী মানী জনে, নরকে পড়ে অনাথা।

বৈষ্ণব বিধু সকলে—হাঁ বাবাজী মহারাজ! এরূপ সৎসঙ্গে চিত্ত শুদ্ধ না হলে শ্রীভাগবত পরম ধর্ম্ম আচরণ সুকঠিন, যাতে শ্রীরাধাগোবিন্দ স্মরণ ধ্যান হয় এরূপ একটী গীত শ্রবণ করতে ইচ্ছা।

বিভাষিণী রাগিণীতে গীত।

মন আমার করবে স্মরণ, মিছে কেন ফির মন এ মোহ কানন।
শান্তিময় প্রেমধামে, মধুর শ্রীবৃন্দাবনে,
প্রেমের মানুষ কতই শোভা, সব আনন্দে মগন।
নীপকল্পতরুমূলে, রত্নবেদীর উপরে,
মোহিনী রাধিকা বামে শ্রীমদনমোহন।
শ্যাম গৌরী রূপরাশি, চৌদিকে পড়েছে খসি,
কত রবি কত শশী না হয় তুলন।
কহে মনোহর মনে, সতত কর ধ্যায়ানে,
মানসে কর সেবনে যুগল চরণ॥

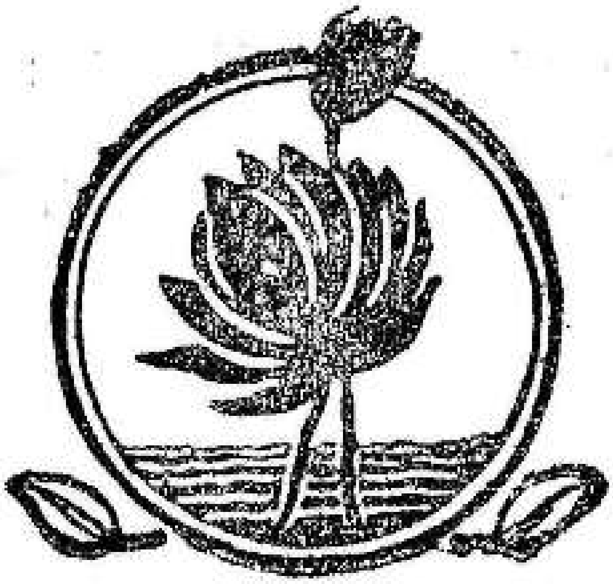
তারা সকলে—হাঁ বাবাজী মহারাজ! আমাদের কি এমন ভাগ্য হবে শ্রীরাধাগোবিন্দ লাভে যোগ্যতা পাব? বাবাজী—কোন চিন্তা নাই—শুদ্ধাচারে ভজন কর।

জগরঞ্জনী রাগিণীতে গীত।

যে করেছে শ্রীকৃষ্ণপদে আত্ম সমর্পণ, শ্রীহরি যার হয়েছে আপন।
তারে কি করিতে পারে যমকিঙ্কর মহাকালে,
তারে না লোভাতে পারে কামিনী-কাঞ্চন।
জগতের লাভালাভে, মান্য গণ্য প্রতিষ্ঠাতে,
মন নাহি চায় তার সেবে হরি হরিজন।
সর্ব্বত্রই হরি দেখে, সর্ব্বভূতে দয়া রাখে,
অনুরত হয় তাতে সর্ব্ব জীবগণ।
হরি প্রীতি বিনা আর অন্য বাঞ্ছা নাহি তার,
সর্ব্বভাবে হরি তারে করেন পালন।
কহে মনোহর মন, নিধিমণি যার ধন,
তার মন কি কাণাকড়ি করে আকর্ষণ॥

সকলেই কামনা ত্যাগ করি শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত সদ্‌ভক্তি গ্রহণপূর্ব্বক আপন আপন স্থানে প্রস্থান।

—সমাপ্ত—



শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন এবং শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ জীউ ট্রাষ্ট কমিটি

গোবর্দ্ধন, গোবিন্দকুণ্ড

শ্রীহরিনাম প্রেস, বৃন্দাবন